ঝিনাইদহ থানার বেতাই চন্ডিপুর পুলিশ ক্যাম্পের পুলিশ সদস্য কর্তৃক গুলি করে কৃষক মোঃ আব্দুল ওহাবকে হত্যা এবং হাসানকে আহত করার অভিযোগ

তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদন

অধিকার

১০ জুন ২০১২ রাত আনুমানিক ১.০০ টায় ঝিনাইদহ জেলার সদর উপজেলার পাইকপাড়া গ্রামের মৃত শুকুর আলী মন্ডল ও মোসাম্মৎ রহিমা বেগমের ছেলে মোঃ আব্দুল ওহাবকে (৫১) বেতাই চন্ডিপুর পুলিশ ক্যাম্পের পুলিশ সদস্যরা গুলি করে হত্যা এবং মুন্নাফ আলী ও সায়রা খাতুনের ছেলে হাসানকে (৪০) গুলি করে আহত করেছে বলে তাঁদের পরিবারের অভিযোগ।

তথ্যানুসন্ধানে পরিবারের সদস্য ও প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাত দিয়ে জানা যায়, একটি সাজানো চুরির মামলায় পুলিশ সদস্যরা পাইকপাড়া গ্রামে ওহাবকে গ্রেপ্তার করতে গেলে এলাকার লোকজনকে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা দেখাতে না পারায় এলাকার লোকজন আনুমানিক রাত ১২.৪৫ টায় বাধা দেয়। বাধাপ্রাপ্ত হয়ে পুলিশ লোকজনের দিকে গুলি ছোঁড়ে ও আব্দুল ওহাবকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যেতে থাকে। ওহাবের প্রতিবেশী হাসানের বাড়ির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় পুলিশের ছোঁড়া গুলিতে হাসান আহত হন। এর পরপরই পুলিশ আব্দুল ওহাবকে বুকে অস্ত্র ঠেকিয়ে গুলি করে হত্যা করে ও ফাঁকা গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে পালিয়ে যায়।

অধিকার ঘটনাটি সরেজমিনে তথ্যানুসন্ধান করে। তথ্যানুসন্ধানের সময় অধিকার কথা বলে-

- মোঃ আব্দুল ওহাবের আত্মীয়-স্বজন
- আহত হাসান ও অন্যান্য প্রত্যক্ষদর্শী
- লাশের ময়না তদন্তকারী চিকিৎসক
- হাসপাতালের মর্গ-সহকারী এবং
- আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে।

১. ২. ৩. ৪.

ছবিঃ (১)মোঃ আব্দুল ওহাব (২) হাসানের বাম হাতে গুলির চিহ্ন (৩) হাসান যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেই স্থানেই ওহাবকে গুলি করা হয় (৪) ওহাবের কবর।

(৫) আব্দুল ওহাবের জাতীয় পরিচয় পত্র

মোঃ মনিরুজ্জামান (৩০), মোঃ আব্দুল ওহাবের বড় ছেলে

মোঃ মনিরুজ্জামান অধিকারকে জানান, ১০ জুন ২০১২ রাত আনুমানিক ১২.৩০ টায় কয়েকজন লোক তাঁদের বাড়িতে আসে। একজন লোক তাঁর বাবাকে ঘর থেকে বের হওয়ার জন্য দরজা ধাক্কা দিয়ে ডাকতে থাকে। পাশের ঘর থেকে মনিরুজ্জামান টর্চ হাতে নিয়ে বের হয়ে এসে দেখতে পান, অস্ত্র হাতে পুলিশের পোশাক পরা ৬/৭ জন লোক তাঁর বোনের স্বামী সিরাজুল ইসলামকে হাতকড়া লাগিয়ে নিয়ে উঠানে দাঁড়িয়ে আছে। সে সময় তাঁর বাবা আব্দুল ওহাবও ঘর থেকে বের হয়ে আসেন। তখন একজন পুলিশ সদস্য নিজেকে বেতাই চন্ডিপুর পুলিশ ক্যাম্প ইনচার্জ পিএসআই মোঃ আব্দুর রহিম বলে পরিচয় দেয়। পিএসআই মোঃ আব্দুর রহিম তাঁর হাত ধরে ঘরের বারান্দা থেকে টেনে উঠানে নিয়ে যান এবং তাঁর নাম জিজ্ঞেস করেন। তিনি তাঁর নাম মোঃ মনিরুজ্জামান বলে পরিচয় দেন এবং সিরাজুল ইসলামকে কেন হাতকড়া পড়িয়ে নিয়ে আসা হয়েছে তা পুলিশ সদস্যদের কাছে জানতে চান।

পিএসআই মোঃ আব্দুর রহিম তাঁকে বলেন, সিরাজের নামে ঝিনাইদহ থানায় মামলা হয়েছে। তখন তিনি জিজ্ঞেস করেন, কে, কিসের মামলা করেছে? পিএসআই মোঃ আব্দুর রহিম বলেন, জাহাঙ্গীর নামে এক ব্যক্তি তাঁদের নামে চুরির মামলা করেছে। সেই মামলায় সিরাজুলসহ তাঁকে, তাঁর বাবা মোঃ আব্দুল ওহাব, তাঁর ভাই রোকুনজ্জামানকেও আসামী করা হয়েছে। তাঁর বাবা তখন সিরাজুলকে ছেড়ে দিতে বলেন। পিএসআই মোঃ আব্দুর রহিম সিরাজুলের হাতকড়া খুলে দিয়ে তাঁর বাবাকে তাঁদের সাথে যেতে বলেন। তখন তিনি গ্রেপ্তারী পরোয়ানা দেখতে চাইলে পিএসআই মোঃ আব্দুর রহিম তা দেখাতে পারেনি বরং এতে পুলিশ সদস্যরা ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁকে তাঁর ভাই, মা-বাবা ও সিরাজুলকে মারধর শুরু করে। তাঁর বাবাকে টেনে হিঁচড়ে বাড়ীর বাইরে নিয়ে যেতে থাকে। এসময় তাঁর বাবা মোঃ আব্দুল ওহাব চিৎকার করে পাশের বাড়ির মফিজ উদ্দিনকে ডাকেন এবং বলেন, পুলিশ তাঁকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। চিৎকার শুনে গ্রামের অন্যান্য লোকজন তাঁদের বাড়িতে জড়ো হতে থাকে। গ্রামের লোকজনের সামনে পুলিশ সদস্যরা তাঁর বাবাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যেতে চাইলে গ্রামবাসী পুলিশকে বাধা দেয়। গ্রামবাসী বলে মোঃ আব্দুল ওহাবকে নিতে হলে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা দেখাতে হবে ও সকালে নিতে হবে। এতে পুলিশ ক্ষিপ্ত হয়ে গ্রামবাসীর উপর লাঠিচার্জ করে। এই সময় টর্চের আলোয় তিনি দেখতে পান, দুইজন পুলিশ সদস্য তাঁর বাবাকে নিয়ে প্রতিবেশী হাসানের বাড়ীর (ছবিঃ ৩) দিকে চলে যাচ্ছে ও একটু পরেই রাত আনুমানিক ১.০০ টায় তিনি প্রতিবেশী হাসানের বাড়ির দিক থেকে ৫/৬টি গুলি ছোঁড়ার শব্দ শুনতে পান। হাসানের আর্তচিৎকার শুনে তিনি বাড়ির সামনে গিয়ে দেখেন, তাঁর বাবার গুলিবিদ্ধ মৃতদেহ মাটিতে পড়ে আছে ও হাসানের বাম হাতে গুলিবিদ্ধ হয়েছে (ছবিঃ ২)।

ভোর আনুমানিক ৪.০০ টায় পুলিশ সুপার এবং ঝিনাইদহ থানার অফিসার ইনচার্জসহ ৫০/৬০ জন পুলিশ সদস্য, গান্না ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আজিজুর রহমান ও ৯ নম্বর ওয়ার্ড সদস্য

জয়নাল আবেদীন এসে তাঁর সঙ্গে কথা বলে লাশ ময়না তদন্তের জন্য নিয়ে যান। পরে তাঁর চাচা আব্দুল আলীম এবং গান্না ইউনিয়ন পরিষদের ৯ নম্বর ওয়ার্ড সদস্য জয়নাল আবেদীন লাশ বহনকারী গাড়ীর সঙ্গে যান। ময়না তদন্ত শেষে দুপুর আনুমানিক ২.৩০ টায় পুলিশ সদস্যরা লাশ তাঁর চাচা মোঃ আব্দুল আলীমের কাছে হস্তান্তর করেন। বিকেল আনুমানিক ৩.৩০ টায় লাশ বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। বিকেল ৪.৩০ টার দিকে তিনি, তাঁর চাচা আবু সাঈদ, তাঁর ছোট ভাই রোকনুজ্জামান একত্রে লাশের গোসল করান। লাশ গোসলের সময় তিনি দেখতে পান, বুকের বাম পাশে একটি গুলির চিহ্ন। গুলিটি বুকের বাম পাশে লেগে পিঠ দিয়ে বেরিয়ে গেছে। বিকেল আনুমানিক ৫.৩০ টায় লাশ পাইকপাড়া গ্রামে পারিবারিক গোরস্থানে (ছবিঃ ৪) দাফন সম্পন্ন করেন।

আব্দুল আলীম (৪৫), আব্দুল ওহাবের ভাই এবং লাশের গোসলদানকারী

আব্দুল আলীম অধিকারকে জানান, ১০ জুন ২০১২ রাত আনুমানিক ১২.৪৫ টায় তিনি আর্তচিৎকার শুনে টর্চ হাতে নিয়ে ওহাবের বাড়ীতে যান। তিনি দেখেন, পুলিশ সদস্যরা তার ভাইকে ধরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু গ্রামবাসী তাতে বাধা দেয়। কিছুক্ষন পরে ওহাবকে পুলিশ সদস্যরা প্রতিবেশী হাসানের বাড়ীর দিকে নিয়ে যায়। তারপর হাসানের বাড়ীর দিক থেকে আর্তচিৎকার শুনে তিনি সেখানে যান এবং গুলিবিদ্ধ ওহাবের লাশ দেখতে পান। উপস্থিত লোকজন তাঁকে জানায়, মোঃ আব্দুল ওহাবকে যখন লোকজন টেনে ধরেছিল তখন পুলিশ সদস্যরা মোঃ আব্দুল ওহাবকে গুলি করে পালিয়ে যায়। ভোর আনুমানিক ৪.০০ টায় পুলিশ সদস্যরা লাশ ময়না তদন্তের জন্য ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে নিয়ে যায়। তিনি লাশ আনতে হাসপাতালে যান। সকাল আনুমানিক ৬.০০ টায় হাসপাতালের মর্গে এসআই নিরব লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করেন। তিনি বিকেল আনুমানিক ৩.৩০ টায় লাশ বাড়িতে নিয়ে যান। বিকেল আনুমানিক ৪.৩০ টায় তিনি, তাঁর ভাই আবু সাঈদ, দুই ভাতিজা মনিরুজ্জামান ও রোকনুজ্জামান লাশের গোসল সম্পন্ন করান। বিকেল আনুমানিক ৫.৩০ টায় জানাযা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে তাঁর বড় ভাই মোঃ আব্দুল ওহাবের দাফন সম্পন্ন করা হয়।

মোঃ হাসান (৪০), পুলিশের গুলিতে আহত এবং প্রত্যক্ষদর্শী

মোঃ হাসান (৪০) অধিকারকে জানান, ১০ জুন ২০১২ রাত আনুমানিক ১২.৪৫ টায় গ্রামের লোকজনের শোরগোল শুনে ঘুম থেকে জেগে ওঠেন এবং তিনি বাড়ীর বাইরে আসেন। গ্রামের লোকজনের টর্চের আলো, বাইরে চাঁদের আলো থাকায় তিনি দেখেন, দুইজন পুলিশ সদস্য মোঃ আব্দুল ওহাবকে পেছন থেকে গলায় জাপটে ধরে টেনে হিঁচড়ে তাঁর বাড়ির দিকে নিয়ে আসছে। তিনি দেখেন, একজন তাঁর পূর্ব পরিচিত পিএসআই মোঃ আব্দুর রহিম। পিএসআই মোঃ আব্দুর রহিমের পেছনে থাকা তিনজন পুলিশ সদস্য এলাকার লোকজনের ওপর চড়াও হয়। যার ফলে এলাকাবাসী পুলিশ সদস্যদের ধাওয়া করেন। তখন উপস্থিত জনগণের সঙ্গে পিএসআই মোঃ আব্দুর

রহিমের ধাক্কাধাক্কি হয়। এক পর্যায়ে তাকেসহ পিএসআই মোঃ আব্দুর রহিম উপস্থিত জনগণকে লক্ষ্য করে ৩টি গুলি ছোঁড়ে। যার একটি গুলি এসে তার বাম হাতে বিদ্ধ হয় (ছবিঃ ২)। তিনি আর্তচিৎকার দিয়ে মাটিতে পরে যান। তিনি দেখেন, পিএসআই মোঃ আব্দুর রহিম মোঃ আব্দুল ওহাবকে পেছন থেকে গলায় জাপটে ধরে বল্লে, শালা তুই অনেক বেড়ে গেছিস, টাকা খেয়ে এলাকায় মাতব্বরি করিস।' এই বলে ওহাবের বুকে পিস্তল ঠেকিয়ে গুলি করে এবং দৌড়ে পালিয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে মোঃ আব্দুল ওহাব আর্তচিৎকার দিয়ে তাঁর পাশে মাটিতে পড়ে যান। তিনি ধারণা করেন, কয়েক মিনিটের মধ্যে মোঃ আব্দুল ওহাব মারা যায়। লাশ সেখানে পড়ে থাকে। ভোর আনুমানিক ৪.০০ টায় ঝিনাইদহ থেকে ৩/৪টি পুলিশ ভ্যানে ৫০/৬০জন পুলিশ সদস্য আসে এবং লাশ ময়না তদন্তের জন্য নিয়ে যায়। তিনি দরিদ্র হওয়ায় উন্নত কোন চিকিৎসা নিতে পারেননি।

মোঃ জয়নাল আবেদীন (৩৯), ওহাবের প্রতিবেশী ও সদস্য, ৯ নম্বর ওয়ার্ড, গান্না ইউনিয়ন পরিষদ, ঝিনাইদহ

মোঃ জয়নাল আবেদীন অধিকারকে জানান, ১০ জুন ২০১২ রাতে তিনি নিজ বাড়িতে ঘুমিয়ে ছিলেন। রাত আনুমানিক ১.০০ টায় প্রতিবেশী একলোক তাকে মোবাইলে ফোনে জানান, পুলিশ সদস্যরা মোঃ আব্দুল ওহাবকে গুলি করে হত্যা করেছে। রাত আনুমানিক ২.০০ টায় তিনি ওহাবের বাড়িতে পৌঁছান এবং বাড়ীর পাশে ওহাবের গুলিবিদ্ধ লাশ দেখতে পান। রাত আনুমানিক ৩.০০ টায় তিনি গান্না ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আজিজুর রহমানকে ফোন করেন এবং ওহাবের মৃত্যুর খবরটি জানান। এলাকার লোকজন আন্দোলন করার চেষ্টা করলে তিনি তা বুঝিয়ে নিয়ন্ত্রণ করেন। ভোর আনুমানিক ৪.০০ টায় চেয়ারম্যান আজিজুর রহমান এবং ঝিনাইদহ থানার অফিসার ইনচার্জসহ ৫০/৬০জন পুলিশ সদস্য সেখানে আসেন এবং ময়না তদন্তের জন্য ওহাবের লাশ নিয়ে যান। তিনি বলেন, এলাকার লোকজনের কাছ থেকে শুনেছেন, পিএসআই মোঃ আব্দুর রহিম নিজেই আব্দুল ওহাবের বুকে অস্ত্র ঠেকিয়ে গুলি করেছে।

এসআই ওয়াহিদুর রহমান, ক্যাম্প ইনচার্জ, বেতাই চন্ডিপুর পুলিশ ক্যাম্প, ঝিনাইদহ থানা, ঝিনাইদহ

এসআই ওয়াহিদুর রহমান অধিকারকে জানান, ১২ জুন ২০১২ বেতাই চন্ডিপুর পুলিশ ক্যাম্পে তিনি যোগদান করেন। ১০ জুন ২০১২ তারিখে প্রাক্তন ক্যাম্প ইনচার্জ পিএসআই মোঃ আব্দুর রহিম পাইকপাড়া এলাকায় একটি বিশেষ অভিযানে গিয়ে আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। তিনি শুনেছেন, সেই অভিযানে মোঃ আব্দুল ওহাব নামে একজন লোকও গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেছে। তবে এ বিষয়ে কিছু বলতে রাজি হননি।

অফিসার ইনচার্জ (তদন্ত) শোণিত কুমার গায়েন, ঝিনাইদহ থানা, ঝিনাইদহ

অফিসার ইনচার্জ শোণিত কুমার গায়েন অধিকারকে জানান, ৯ জুন ২০১২ মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন নামে এক ব্যক্তি থানায় আসেন এবং মোঃ আব্দুল ওহাবসহ ১৩ জনের বিরুদ্ধে দন্ডবিধির

১৪৩/৪৪৮/৩২৩/৩৭৯/৩৮০/৫০৬(খ)/১১৪[১] ধারায় একটি মামলা দায়ের করেন। যার নম্বর- ২১; তারিখঃ ৯/৬/২০১২।

৯ জুন ২০১২ রাতে বেতাই চন্ডিপুর পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ পিএসআই মোঃ আব্দুর রহিম এপিবিএন (আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন)সদস্য নায়েক মোঃ নূর ইসলাম, কনস্টেবল মোঃ আব্দুল মালেক, কনস্টেবল মোঃ আশরাফ সরকার, কনস্টেবল মলয় কুমার বসাক, কনস্টেবল শ্রী রাজীব কুমার ও কনস্টেবল মোঃ জাকারিয়াকে নিয়ে ক্যাম্প এলাকায় বিশেষ অভিযানে বের হন। ১০ জুন ২০১২ রাত আনুমানিক ১২.৪৫ টায় পিএসআই মোঃ আব্দুর রহিম পাইকপাড়া গ্রামে যান এবং সিরাজ নামে এক আসামীকে গ্রেপ্তার করেন। পরে সিরাজকে নিয়ে একই গ্রামের মোঃ আব্দুল ওহাবের বাড়ীতে যান এবং তাকে গ্রেপ্তার করেন। তখন ওহাবের আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীরা মোঃ আব্দুল ওহাবকে ছিনিয়ে নেয়ার জন্য ডাকাত ডাকাত বলে চিৎকার শুরু করে। তাদের চিৎকার শুনে গ্রামের প্রায় ২৫০-৩০০ জন লোক এসে পুলিশ সদস্যদের ঘিরে ফেলে এবং ল্যাজা, লাঠি, বল্লম ও অন্যান্য স্থানীয় অস্ত্রসহ আক্রমণ করে। একপর্যায়ে র্দূবৃত্তদের ছোঁড়া একটি গুলি পিএসআই মোঃ আব্দুর রহিমের বাহুতে বিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হন। তারপর প্রাণরক্ষার জন্য পিএসআই মোঃ আব্দুর রহিম তাঁর পিস্তল থেকে ৩ রাউন্ড, নায়েক নূর ইসলাম তার এসএমজি থেকে ৭ রাউন্ড এবং কনস্টেবল মলয় কুমার তাঁর অস্ত্র থেকে ১ রাউন্ড ফাঁকা গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে সেখান থেকে পালিয়ে যেতে থাকেন। তখন তারা মোঃ আব্দুল ওহাবকে মাটিতে পড়ে থাকতে দেখেন। তখন নায়েক নূর ইসলাম, কনস্টেবল আশরাফ সরকার, কনস্টেবল মলয় কুমার বসাক ও কনস্টেবল আব্দুল মালেক আহত হন। আহত অবস্থায় পুলিশ সদস্যরা পালাতে সক্ষম হন। ভোর ৪.০০টায় এলাকার গান্না ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের কাছ থেকে জানতে পারেন, মোঃ আব্দুল ওহাব দূর্বৃত্তদের গুলিতে মারা গেছে। তিনি তখন পুলিশ সুপারকে বিষয়টি জানান এবং পুলিশ সুপারকে নিয়ে পাইকপাড়া গিয়ে ওহাবের লাশ উদ্ধার করেন। লাশ ময়না তদন্তের জন্য ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে পাঠান। পরে তিনি এসআই নিরব হোসেনকে হাসপাতালে পাঠান। এসআই নিরব লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করেন এবং লাশের ময়না তদন্ত শেষে তা পরিবারের কাছে হস্তান্তর করেন। পরে আহত পুলিশ সদস্যদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠান। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় থেকেই পিএসআই মোঃ আব্দুর রহিম বাদী হয়ে অজ্ঞাতনামা ২৫০-৩০০ জনকে আসামী করে দন্ডবিধির ১৪৭/১৪৮/১৪৯/২২৫/৩৩২/৩৩৩/৩৫৩/৩০২[২] ধারায় একটি মামলা দায়ের করেন। যার নম্বর- ২৫; তারিখ-১০/৬/২০১২। মামলাটি তিনি নিজেই তদন্ত করছেন বলে জানান।

[১] দন্ডবিধির উক্ত ধারাগুলোতে বলা হয়েছে- বেআইনী সমাবেশের শাস্তি, অনধিকার গৃহে প্রবেশের শাস্তি, স্বেচ্ছাকৃতভাবে আঘাত দানের শাস্তি, চুরির শাস্তি, বাসগৃহ ইত্যাদিতে চুরির শাস্তি, অপরাধমূলক ভীতি প্রদর্শনের শাস্তি, অপরাধের সংঘটনকালে সহায়তাকারীর উপস্থিতি-এর শাস্তি সম্পর্কে।

[২] দন্ডবিধির উক্ত ধারাগুলোতে বলা হয়েছে- দাঙ্গার শাস্তি, মারাত্মক অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে দাঙ্গা অনুষ্ঠানকরণের শাস্তি, সাধারন উদ্দেশ্যের বাস্তবায়নে অনুষ্ঠিত অপরাধের জন্য বেআইনী সমাবেশের প্রত্যক সদস্য দোষী-এর শাস্তি, অপর ব্যক্তির আইনানুগ গ্রেপ্তারে বাধাদান বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার শাস্তি, সরকারী কর্মচারীকে তার কর্তব্য পালনে বাধাদান করার জন্য স্বেচ্ছাকৃতভাবে আঘাত দান করার শাস্তি,

এসআই নিরব হোসেন, ঝিনাইদহ থানা, ঝিনাইদহ

এসআই নিরব হোসেন অধিকারকে জানান, ১০ জুন ২০১২ সকাল আনুমানিক ৬.০০ টায় অফিসার ইনচার্জের নির্দেশে তিনি কনস্টেবল মোঃ মশিউর রহমানকে নিয়ে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে যান এবং মোঃ আব্দুল ওহাব নামে এক ব্যক্তির লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করেন। সুরতহাল প্রতিবেদনে তিনি উল্লেখ করেন, লাশের মেরুদন্ডের ডান পাশে একটি সূঁচালো জখম ও বুকের বাম পাশে একটি গোলাকার ছিদ্রযুক্ত জখমজনিত গুলির ক্ষত রয়েছে। যার ব্যাসার্ধ ১.৫ ইঞ্চি। লাশের শরীরে আর কোনো আঘাত ছিল না। পরে হাসপাতালে লাশের ময়না তদন্ত শেষ হলে লাশ ওহাবের আত্মীয়-স্বজনকে বুঝিয়ে দেন।

ডাঃ মোজাম্মেল হক, মেডিকেল অফিসার, ঝিনাইদহ সদর হাসপাতাল, ঝিনাইদহ

ডাঃ মোজাম্মেল হক অধিকারকে জানান, ১০ জুন ২০১২ সকাল আনুমানিক ১১.৩০ টায় ঝিনাইদহ থানার পুলিশ সদস্যরা একটি লাশ মর্গে আনেন। তিনি পুলিশ সদস্যদের কাছে জানতে পারেন, লাশটি মোঃ আব্দুল ওহাব নামে এক ব্যক্তির। তিনি লাশের ময়না তদন্ত করেন। যার ময়না তদন্ত নম্বর- ০৮। তিনি বলেন, লাশের শরীরে গুলির আঘাত ছিল এবং গুলিটি বুকের বাম পাশ দিয়ে লেগে পেছন দিয়ে বের হয়ে যায়।

সুধীর কুমার (৪৫), মর্গ-সহকারী, ঝিনাইদহ সদর হাসপাতাল, ঝিনাইদহ

সুধীর কুমার অধিকারকে জানান, ১০ জুন ২০১২ সকাল আনুমানিক ১১.৩০ টায় তিনি মোঃ আব্দুল ওহাব নামে এক ব্যক্তির লাশের ময়না তদন্ত করতে ডাঃ মোজাম্মেল হককে সহযোগিতা করেন। তিনি দেখেন, লাশের শরীরে শুধুমাত্র ১ টি গুলির চিহ্ন ছিল এবং গুলিটি বুকের বাম পাশে লাগে এবং পিঠ দিয়ে বের হয়ে গেছে বলে জানান।

পংকজ ভট্টাচার্য, পুলিশ সুপার, ঝিনাইদহ

পংকজ ভট্টাচার্য অধিকারকে জানান, ১০ জুন ২০১২ ঝিনাইদহ থানার পাইকপাড়া গ্রামের আব্দুল ওহাবের মৃত্যুর ঘটনায় পুলিশ কর্তৃক ছোঁড়া গুলি যথাযথ হয়েছিল কিনা এ ব্যাপারে ১২ জুন ২০১২, ৩ সদস্য বিশিষ্ঠ একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন। তদন্ত কমিটির সদস্যরা হলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোঃ হাসানুজ্জামান, সহকারী পুলিশ সুপার আব্দুল হালিম ঝিনাইদহ এবং ঝিনাইদহ কোর্ট ইন্সপেক্টর শেখ আবু বকর সিদ্দিক। কিন্তু আব্দুল ওহাবের মৃত্যুর ব্যাপারে কোন তদন্ত কমিটি গঠিত হয়নি। তদন্ত প্রতিবেদনের বিষয়ে তিনি জানান, তদন্ত কমিটি তদন্ত করে ২০ জুন ২০১২ তার কাছে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিয়েছেন। যার স্মারক নং- ২০১৬/১(৩)। এ বিষয়ে কিছু বলতে অপারগতা প্রকাশ করেন।

সরকারী কর্মচারীকে তার কর্তব্য পালনে বাধাদান করার জন্য স্বেচ্ছাকৃতভাবে গুরুতর আঘাত দান করার শাস্তি, সরকারী কর্মচারীকে তার কর্তব্য পালনে বাধাদানের নিমিত্ত আক্রমণ ও অপরাধমূলক বলপ্রয়োগের শাস্তি, খুনের শাস্তি সম্পর্কে ।

মোঃ হাসানুজ্জামান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, ঝিনাইদহ

মোঃ হাসানুজ্জামান অধিকারকে জানান, ১২ জুন ২০১২ পুলিশ সুপার পংকজ ভট্টাচার্য আব্দুল ওয়াহাবের মৃত্যুর ঘটনার প্রেক্ষিতে এপিবিএন সদস্য নায়েক মোঃ নূর ইসলাম, কনস্টেবল মোঃ আব্দুল মালেক, কনস্টেবল মোঃ আশরাফ সরকার, কনস্টেবল মলয় কুমার বসাক, কনস্টেবল শ্রী রাজীব কুমার ও কনস্টেবল মোঃ জাকারিয়াকে খুলনা ব্যারাকে পাঠান এবং আব্দুল ওহাবের মৃত্যুর ঘটনায় পুলিশ কর্তৃক ছোঁড়া গুলি যথাযথ হয়েছিল কিনা এ ব্যাপারে তাকে প্রধান করে ৩ সদস্য বিশিষ্ঠ একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন। তিনি ঘটনাটি যথাযথ তদন্ত করেন। তিনি তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন আব্দুল ওহাবের মৃত্যুর ঘটনায় পুলিশ কর্তৃক ছোঁড়া গুলি যথাযথ ছিল কিন্তু পুলিশের গুলিতে আব্দুল ওহাবের মৃত্যু হয়নি। তার ধারণা, পুলিশ কিংবা গ্রামবাসীর গুলিতে নয়, অন্য কোন পক্ষ (চরমপন্থি) থেকে ছোঁড়া গুলিতে আব্দুল ওহাবের মৃত্যু হতে পারে।

আব্দুল হালিম, সহকারী পুলিশ সুপার, ঝিনাইদহ সার্কেল

আব্দুল হালিম অধিকারকে জানান, ১২ জুন ২০১২ পুলিশ সুপার পংকজ ভট্টাচার্য আব্দুল ওহাবের মৃত্যুর ঘটনায় পুলিশ কর্তৃক ছোঁড়া গুলি যথাযথ হয়েছিল কিনা এ ব্যাপারে ৩ সদস্য বিশিষ্ঠ একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন। সেই কমিটির সদস্য হিসেবে তিনি ঘটনাটির তদন্ত করেন। তিনি বলেন, পুলিশের গুলিতে আব্দুল ওহাবের মৃত্যু হয়নি।

শেখ আবু বকর সিদ্দিক, কোর্ট ইনসপেক্টর, ঝিনাইদহ কোর্ট, ঝিনাইদহ

শেখ আবু বকর সিদ্দিক অধিকারকে জানান, ১২ জুন ২০১২ পুলিশ সুপার পংকজ ভট্টাচার্য আব্দুল ওহাবের মৃত্যুর ঘটনায় পুলিশ কর্তৃক ছোঁড়া গুলি যথাযথ হয়েছিল কিনা এ ব্যাপারে ৩ সদস্য বিশিষ্ঠ একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন। সেই কমিটির সদস্য হিসেবে তিনি ছিলেন। তবে তদন্ত প্রতিবেদন স□পর্কে তিনি কিছু বলতে অপারগতা প্রকাশ করেন।

-সমাপ্ত-